সংবাদ

তারিখ ... 29 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মদনে সর. প্রাথমিক বিদ্যালয়

যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ ২২ শিক্ষকের চাকরি অনিশ্চিত

প্রতিনিধি, মদন (নেত্রকোনা)

গেজেট জারির ৩ বৎসরের মধ্যে যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় অবশেষে নেত্রকোনার মদনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২২ জন শিক্ষকের চাকরি অনিশ্চিত বেতন ভাতা বন্ধ।

উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, ২০১৩ সালে ২৯ সেপ্টেম্বর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে ১৯৯১ সালের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হইলে নিয়োগের ৩ বৎসর পূর্তির তারিখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাহার চাকরির অবসান হইবে। শিক্ষকদের মধ্যে যাদের নাম রয়েছে তারা হলেন, সাইতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সৈয়দ আঃ মান্নান. সহকারী শিক্ষক নজরুল ইসলাম, পরশখিলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নূরজাহান বেগম, আখাশ্রী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক এ এইচ এম নূরুল হুদা, তপাইরকোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বীরেশ কুমার চৌধুরী, পাহাড়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শামছুল আলম, এ ইউ খন্দকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী সহকারী শিক্ষক মোঃ হাদিছ উদ্দিন, ত্রিপন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী সহকারী শিক্ষক নূরুল ইসলাম, শাহ্ মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, মনোহরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী সহকারী শিক্ষক এনামুল হক, কাজী রাজালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোঃ উল্লা সরকার, দুর্গাশ্রম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোঃ মহসীন, সহকারী শিক্ষক মোঃ আঃ সাত্তার, নোয়াগাও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আঃ সালাম ভূঞা, সহকারী শিক্ষক নূরুজ্জামান ভূঞা, সহকারী শিক্ষক নূরুজ্জামান ভূঞা, মাহড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোঃ শাহাজাহান কবীর খান, উচিতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নূরজাহান, সহকারী শিক্ষক মোঃ সাইদুল ইসলাম, লাছারকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক রাতু মিয়া, সহকারী শিক্ষক হাবীবুর রহমান, মদন দক্ষিণ পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বজলুর রহমান, শ্রীধরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক গোলাম মৌলা খান, চত্রমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আঃ রহিম, সহকারী শিক্ষক মোঃ আনিছুজ্জামান খান ও সহকারী শিক্ষক ঝুনু রানী দাস।

এ ব্যাপারে পাহাড়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ শামছুল আলম জানান, আমাদের যে ১৯৯১ সালের নিয়োগ বিধিমোতাকে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে এ বিষয়টি উপজেলা শিক্ষা অফিস আমাদের অবগত করেননি। বর্তমানে আমাদের বেতন ভাতা বন্ধ রেখেছেন এ বিষয়ও তিনি চিঠির মাধ্যমে অবহিত করেননি।

এ ব্যাপারে উপজেলা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা জিয়াউল হক জানান, পরবর্তী নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত তাদের বেতন ভাতা বন্ধ থাকবে তবে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের [illegible] থেকে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি মৌখিক নির্দেশ প্রদান করেন।